ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 0. 3. 2000
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ২ ...

কলেজে ব্যাপক ভর্তি জালিয়াতি

৩৯ হাজার অবৈধ ছাত্রছাত্রী

মানস ঘোষ : জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হওয়া ৩৯ হাজার ছাত্রছাত্রীকে চিহ্নিত করেছে শিক্ষাবোর্ডগুলো। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিক ২৯ হাজার ১৪৬ জন ভর্তি হয়েছে। এরা সবাই ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। এদের অনেকেই এসএসসি পাস না করে জাল সার্টিফিকেট নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। অনেকে ভর্তি হয়েছে ভুয়া রোল নম্বর বা অন্যের রোল নম্বর নিয়ে। অবৈধ ভর্তির তালিকায় ১৯৬৭ সালে এসএসসি পাস করাদের নামও রয়েছে।

দেশের ৫টি শিক্ষাবোর্ড বিশেষ উপায়ে পরীক্ষার্থীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করলে জালিয়াতির এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়। ঘটনা তদন্তে ইতিমধ্যেই ঢাকা বোর্ড ৫ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করেছে। কুমিল্লা বোর্ডের পক্ষ থেকে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বোর্ডও চূড়ান্ত শনাক্তের কাজ শেষ করে উল্লিখিত পরীক্ষার্থীদের ভর্তি বাতিলসহ তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেবে বলে ভোরের কাগজকে জানিয়েছে।

ঢাকা বোর্ড ছাড়াও কুমিল্লা বোর্ডে জালিয়াতি করে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৭৫, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২ হাজার ৫০০, যশোর বোর্ডে ৩ হাজার এবং রাজশাহী বোর্ডে ২ হাজার।

কলেজগুলোতে অবৈধ ভর্তির এই ঘটনা ধরা পড়ে ছাত্রছাত্রীদের পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন ফরম (আরআইএফ) পরীক্ষা করে। কলেজে ভর্তির সময় বোর্ড কর্তৃক সরবরাহ করা এই ফরম ছাত্রছাত্রীদের পূরণ করতে হয়। কম্পিউটারে ফরমগুলো ইনপুট করার পর -- বাছাই করার সময় জালিয়াতির এই ঘটনা শনাক্ত হয়।

অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ রয়েছে, যারা মাধ্যমিক পরীক্ষাতেই (এসএসসি) পাস করেনি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ধারণা করছেন, এ ক্ষেত্রে জাল মার্কশিট ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাইরের একটি চক্র জাল মার্কশিট তৈরি করে বিক্রি করছে বলে ইতিপূর্বে বোর্ডের কাছে বেশ কিছু অভিযোগও এসেছে। এদের সঙ্গে বোর্ডের ভেতরের কেউ কেউ জড়িত থাকতে পারেন বলেন পাঁচটি বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন। গত মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বোর্ড চেয়ারম্যানদের সভায়ও অবৈধ ভর্তির বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। জানা গেছে, সভায় মন্ত্রী দ্রুত ঘটনা তদন্ত করে জালিয়াত চক্রের হোতাদের শনাক্ত করার জন্য বোর্ড চেয়ারম্যানদের নির্দেশ দিয়েছেন।

সাতটি ক্যাটাগরিতে ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্র অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ১৯৬৭ সাল কিংবা তারপর এসএসসি পাসের সার্টিফিকেট জমা দিয়েও অনেকে কলেজে ভর্তি হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে এসএসসি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, ভুয়া রোল নম্বর, একজনের রোল নম্বরে অন্যজনের নাম, আরআইএফ ফরমে গরমিল, একই সঙ্গে দুই কলেজে ভর্তি ইত্যাদি।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কলেজে ব্যাপক ভর্তি জালিয়াতি

● প্রথম পাতার পর

ঢাকা বোর্ডে ৬০৯ জন ছাত্রছাত্রী ধরা পড়েছে যারা আদৌ এসএসসি পাস করেনি। ধারণা করা হচ্ছে জাল মার্কশিট দেখিয়ে অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে এদের ভর্তি নেওয়া হয়েছে। ৭ হাজার ৭৯৫টি ফরম শনাক্ত করা হয়েছে যাতে রয়েছে ভুয়া রোল নম্বর। কর্তৃপক্ষ বলছেন এর আগে বোর্ড থেকে এমন নম্বর কখনোই ইস্যু করা হয়নি।

৭৮৯টি ফরমে এসএসসি পাসের এমন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো আসলে কোনো অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর নম্বর। যে রোল নম্বরের সঙ্গে আসল ছাত্রছাত্রীর নাম, পিতার নাম মিলছে না। একইভাবে ৯৬৭ জন ছাত্রছাত্রী ফরমে ব্যবহার করেছে কোনো পাস করা ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বর। কম্পিউটারে ডাটা বাছাই করতে গিয়ে এদের জালিয়াতি ধরা পড়েছে। ঢাকা বোর্ড মনে করছে একটি সংঘবদ্ধ দল এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত। এরা বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী হতে পারে।

একই সঙ্গে দুই কলেজে ভর্তি হয়েছে ঢাকা বোর্ডের ২২৭ জন ছাত্রছাত্রী। এসব ছাত্রছাত্রীর ভর্তি খুব শিগগিরই বাতিল হয়ে যাবে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

৩০ বছরেরও আগে এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ছাত্রছাত্রী হিসেবে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার বিষয়টি ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এ জন্য ঢাকা বোর্ড ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এসএসসি পাস করা যেসব ছাত্রছাত্রী ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছে তাদের ভর্তির সমস্ত কাগজপত্র জব্দ করেছে। এদের সংখ্যা ৮ হাজার ৩১৪। একটি সূত্র জানিয়েছে, চেয়ারম্যান এ টি এম শরীফ উল্লাহ ইতিমধ্যে বোর্ডের সনদ শাখায় রক্ষিত টেবুলেশন সিট ঘেঁটে পুরোনো ছাত্রছাত্রীদের কাগজপত্রের সত্যতা যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে এ কাজে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কলেজ শিক্ষকদেরও কাজে লাগানো হতে পারে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়াও বাকি ১০ হাজার ৪৪৫ জন ছাত্রছাত্রীকে শনাক্ত করা হয়েছে, যাদের আরআইএফ-এ গরমিল পাওয়া গেছে। এসব ছাত্রছাত্রী আরআইএফ-এ বিভিন্ন ভুয়া তথ্য দিয়েছে।

ঢাকা বোর্ড পুরো ঘটনা তদন্তের জন্য বোর্ড সচিব অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল লতিফকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। টাস্কফোর্সের অন্য সদস্যরা হলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান, কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক আবদুল হামিদ, বিদ্যালয় পরিদর্শক অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন এবং সিস্টেম এনালিস্ট খন্দকার বজলুর রশীদ। টাস্কফোর্সকে আগামী ৩০ জানুয়ারির মধ্যে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্তভাবে শনাক্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে ঢাকা বোর্ডের পক্ষ থেকে যেসব কলেজে জালিয়াতি করে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়েছে সেইসব কলেজের অধ্যক্ষ বরাবরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে নির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীর মূল মার্কশিট, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা আগামী ১০ দিনের মধ্যে বোর্ড অফিসে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, কলেজ মূল মার্কশিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোর্ডে পাঠাতে ব্যর্থ হলে, উল্লিখিত ছাত্রছাত্রী ২০০০ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। এর জন্য সকল দায়দায়িত্ব কলেজ অধ্যক্ষের ওপর বর্তাবে। এ ছাড়াও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মার্কশিট বোর্ড অফিসে পাঠানোর জন্য কলেজগুলোকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড।

কুমিল্লা বোর্ডের বিভিন্ন কলেজে জালিয়াতি করে ভর্তি হওয়া ৪৭৫ জন ছাত্রছাত্রীর বেশিরভাগই এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেনি। বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এসব ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে এখন ফৌজদারি মামলা দায়ের করার চিন্তাভাবনা চলছে।

চট্টগ্রাম বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এনায়েতুর রহমান ভোরের কাগজকে গতকাল বৃহস্পতিবার ফোনে জানিয়েছেন, তার বোর্ডে এসএসসি পাস করেনি এমন প্রায় ২ হাজার ৫০০ ছাত্রছাত্রী জাল মার্কশিট জমা দিয়ে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছে। বোর্ড চেয়ারম্যান মনে করছেন, এই অবৈধ ভর্তির পেছনে কলেজ কর্তৃপক্ষ জড়িত থাকতে পারেন।

রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ মনছুর রহমানকে ঢাকা থেকে ফোন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, ত্রুটিপূর্ণ ফরম পূরণ করে তার বোর্ডে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। যাদের অনেকে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেনি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানিয়েছেন ঈদের পর যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্তভাবে এদের শনাক্ত করা হবে।

যশোর বোর্ডে অবৈধ ভর্তি হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী, এর মধ্যে যাচাই-বাছাই করে এখন পর্যন্ত ২৫ জনকে পাওয়া গেছে যারা এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। যশোর বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে মার্কশিট যাচাই-বাছাই করে অবৈধ ভর্তি চূড়ান্তভাবে শনাক্ত করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষাবোর্ডগুলো জালিয়াতি করে কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রথমবারের মতো শনাক্ত করে। শনাক্তের সময় ঢাকা বোর্ডে ৪০১, কুমিল্লা বোর্ডে ৬৭৪ এবং বাকি তিন বোর্ডে (রাজশাহী, যশোর এবং চট্টগ্রাম) আরো প্রায় ২০০ অবৈধ ভর্তির তথ্য উদঘাটিত হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ তখন অবৈধ ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য কলেজগুলোকে নির্দেশ দেয়। জানা গেছে, কিছু কলেজ নিজ উদ্যোগে মামলা করলেও বেশিরভাগই মামলা দায়ের থেকে বিরত থাকে। সম্প্রতি শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ বোর্ডগুলোর কাছে মামলা না করা কলেজগুলোর তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এটি সূত্র জানায়, তালিকা হাতে পেলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কলেজগুলোর বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এদিকে শিক্ষা সচিবের বিশেষ অনুরোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিআইডিকে দিয়ে গত বছর এ বিষয়ে একটি তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিআইডি'র তদন্ত কোনো কারণ ছাড়াই মাঝপথে থেমে আছে।